যুগান্তর

তারিখ ..... 4 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের নামে দুর্নীতির অভিযোগ

আবদুল মান্নান

বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং মেরামত ও সংস্কারের নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সীমাহীন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। ২০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে অন্তত ৩০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অধিদফতরের কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছেমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করে নতুন ভবন নির্মাণে এ অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। সংস্কার ও টাইলস বসানোর প্রয়োজন না থাকলেও এ কাজে সোয়া কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ব্যাপারে ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি অভিযোগ দেয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিতদের নিয়ে গঠিত একটি সিন্ডিকেট এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের নেপথ্যে রয়েছে।

সূত্র জানায়, বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগের ১নং সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থাকাকালে ১ নম্বর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলীকে দিয়ে অবৈধভাবে ৮ কোটি টাকার মেরামত ও সংস্কার কাজের প্রাক্কলন ও টেন্ডার অনুমোদন করিয়ে কার্যাদেশ প্রদান বাধ্য করেন। পরে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ না করিয়ে ৮ কোটি টাকা পেমেন্ট দিতে বাধ্য করান নির্বাহী প্রকৌশলীকে। এ কারণে ১ নম্বর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল লতিফ তালুকদার এলপিআরে গেলেও তার পেনশন বন্ধ রয়েছে। অথচ প্রধান প্রকৌশলী শিক্ষা অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী হয়ে পার পেয়ে যান। সূত্র আরও জানায়, বর্তমান প্রধান প্রকৌশলীর যোগদানের পর ৮৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের দরপত্র অনুমোদনের সময় বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বারবার রিটেন্ডার এবং রিপ্রসেস করানো হয়। অভিযোগ এই টেন্ডারগুলো থেকে পার্সেন্টেজ না পাওয়ার কারণেই এই টেন্ডার বাতিলের খেলা চলে। উৎকোচের বিনিময়ে অনেকটি টেন্ডার অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ১২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য ২৩ থেকে ২৫ লাখ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে টেন্ডারের অনুমোদন দিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৮৮৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রজেক্ট তৈরি করে এজেন্ডার বাইরে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ একনেক সভায় ৬৩১ কোটি টাকার প্রকল্পের জায়গায় ৮৯৬ কোটি টাকার পাস করিয়ে নেয়া হয়। মূল পিপিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ ব্যয় ছিল ২৫ লাখ টাকা। কিন্তু সংশোধিত পিপিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ব্যয় ধরা হয় সাড়ে ৪৮ লাখ টাকা। এই অতিরিক্ত ২৬৫ কোটি টাকা দিয়ে আরও ১ হাজার ২৫০টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হতো। খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চলে এবং মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণেও ব্যাপক অনিয়মে করা হয়েছে অভিযোগ রয়েছে।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শিক্ষা ভবনের এক নম্বর ব্লকের সংস্কার কাজে ব্যয় করা হয়েছে এক কোটি ২৫ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরে সংস্কার কাজের জন্য মোট ৬০ লাখ টাকা ব্যয় করা হলেও এ কাজে আরও ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দ চেয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে। সংস্কার কাজে চলতি বছরের জন্য ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বর্তমান অর্থবছরের কর্মসূচির জন্য আরও অতিরিক্ত ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা অভিযোগ করেছেন, ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম টেন্ডার ড্রপ করেও ঠিকাদাররা কাজ পান না। কিন্তু প্রধান প্রকৌশলীর কাছের ঘনিষ্ঠজনরা সহজেই কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে ২৮ মে (স্মারক নম্বর ইইডি/রাজস্ব-সরকারি মেরামত/১৭৫৫/১) ৫২ লাখ ৯৭ হাজার ২৮৬ টাকা এবং ১৪ মে সরকারি ৬ লাখ ৬৫ হাজার ১১০ টাকার দরপত্র অনুমোদন করেন শিক্ষা অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী। সরকারি মেরামত কাজ বাবদ ৫২ লাখ ৯৭ হাজার ২৮৬ টাকার মধ্যে শিক্ষা ভবনের ১ ও ২ নম্বর ব্লকের সীমানা দেয়াল রং করার কাজে ২২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, এক নম্বর ভবনের প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত টাইলস বসানোর কাজে প্রায় ১৩ লাখ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে ভবনের প্রথম থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত ঝকঝকে টাইলস দিয়ে সাজানো। উপরের তলাগুলোর মোজাইক শক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে কি সংস্কার কাজ করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

সূত্র জানায়, অতীতে শিক্ষা ভবনের ২ নম্বর ব্লকের সংস্কার, মেরামত এবং সংরক্ষণের কাজে আগে ১০ থেকে ২০ লাখ টাকা ব্যয় করা হতো। কিন্তু বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী যোগদানের পর থেকেই সংস্কার মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ।

সূত্র জানায়, বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ নিয়ে নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বিগত কয়েক বছর ধরেই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষামন্ত্রী যোগদান করে কয়েকটি বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য তালিকাভুক্ত করতে প্রস্তাব করলে সাতপাঁচ বুঝিয়ে প্রধান প্রকৌশলী তা উপেক্ষা করেন। অথচ প্রধান প্রকৌশলীর দফতর থেকে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রদবদল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুল হুদা যুগান্তরকে বলেন, এক নম্বর এবং ২ নম্বর ভবনের সংস্কারসহ বিভিন্ন সংস্কার কাজের জন্য একটি কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এখনও কাজের অনুমোদন নেয়া হয়নি। সরকারি কাজগুলো ৩ বছর পর্যন্ত করার সময় থাকে। কাজ না করে কারও বিল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, শিক্ষা ভবনে একটি বিকল্প মসজিদ নির্মাণ এবং পেট্রলচালিত জেনারেটরকে গ্যাসচালিত করার কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এখানে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী একেএম শাহজাহান পাটোয়ারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, অনিয়ম হলেও কাজ হয়েছে অনেক। বেশি কাজ হলে কিছু অনিয়ম হতেই পারে।